আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
fatwaa.org

ফাতওয়া নাম্বার: ১০৭ প্রকাশকালঃ ২২-০৯-২০২০ ইং

মা অসুস্থ হলে তাঁর খেদমতে থাকা উত্তম? না, ইতিকাফ করা উত্তম?

প্রশ্ন:

আমার মা শারীরিকভাবে অসুস্থ। তাই মায়ের অনেক কাজ আমাকেই করতে হয়। তা না হলে মায়ের অনেক কষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে রমজান মাসে। এখন আমার জানার বিষয় হল, রমযান মাসে আমার জন্যে ইতিকাফ করা উত্তম হবে? না, মায়ের সেবা করা উত্তম হবে?

প্রশ্নকারী-নয়ন

উত্তর:

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন সুন্নাহয় পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের প্রতি সদাচরণের অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে বার্ধক্যে উপনীত মা-বাবার সেবার প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

‘তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। পিতা-মাতার কোনো একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। মমতাপূর্ণ আচরণে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু‘আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তাঁরা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন, তেমনি আপনিও তাঁদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন। -সূরা বনি ইসরাইল (১৭): ২৩-২৪

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة على ميقاتها"، قلت: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين"، قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". صحيح البخاري 2782

“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন, ‘সময়মতো সালাত আদায় করা’। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা’। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’। -সহীহ বুখারী: ২৭৮২

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف»، قيل: من؟ يا رسول الله قال: «من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. صحيح مسلم) 2551(

‘‘লাঞ্ছিত হোক, লাঞ্ছিত হোক, লাঞ্ছিত হোক। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে বা কোনো একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল কিন্তু (তাদের খিদমত করার মাধ্যমে) জান্নাত লাভ করতে পারল না।’’ –সহিহ মুসলিম: ২৫৫১

এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে পিতা-মাতার সাথে সদাচার ও তাদের সেবা করার জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসবের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, শরিয়তসম্মত বিষয়ে পিতা-মাতার নির্দেশ মানা ও তাদের সেবা করা ফরয। এমনকি তাদের সেবার প্রয়োজন থাকলে এবং সেবা করার মতো অন্য কেউ না থাকলে, হজ ও তলবে ইলমের মতো ফযিলতপূর্ণ ইবাদতের সফরও বিলম্বিত করা জরুরি। সে হিসেবে প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার জন্য ইতিকাফের পরিবর্তে মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকা শুধু উত্তমই নয়, বরং জরুরি। আর আপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে ইতিকাফ করতে না পারলে আপনি ইতিকাফের সওয়াবও পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। -আরো দেখুন, সহীহ বুখারী: ২৮৩৯ সহীহ মুসলিম: ১৯১১ শরহু মুসলিম লিন নববী: ১৩/৫৭ আলফুরুক, লিলক্বরাফী: ১/১৪৪-১৪৫ ফতোয়ায়ে শামী: ৬/৪৮

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

০২-০২-১৪৪২ হি.

২০-০৯-২০২০ ঈ